দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

087

10 NOV 1986

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু হচ্ছে কি?

আমার আজকের আবেদন সরাসরি দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে। শুনেছি এসএসসি এবং এইচএসসিতে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা আবার প্রবর্তিত হচ্ছে। এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবক মহলে নতুন উদ্বেগ শুরু হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে এধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। অবিলম্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসএসসি'র টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এইচএসসি'র টেস্ট পরীক্ষার দিনও এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে যারা কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার যোগ্য তারা পড়েছে দোটানায়। সুতরাং কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা সম্পর্কে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত ঘোষণা প্রয়োজন। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে।

উল্লেখ্য, এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর দৈনিক বাংলায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এই পরীক্ষা চালু হলে যারা বোর্ডের পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তারা পরবর্তী বছর শুধু ঐ একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। তবে কারও ইচ্ছে হলে সকল পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারবে।

ব্যবস্থাটি হবে নিম্নরূপ—যে ছাত্র বা ছাত্রী এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, সে অস্থায়ী ছাত্র হিসেবে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। অর্থাৎ এসএসসির ছাত্র এইচএসসিতে এবং এইচএসসির ছাত্র ডিগ্রীতে নিয়মিত ক্লাস করতে পারবে। এক বছর পর তারা ঐ একটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবে। উত্তীর্ণ হলে তারা নতুন ক্লাসে স্থায়ী ছাত্র হিসাবে গণ্য হবে।

এ খবর প্রকাশিত হবার পর বহু চিঠিপত্র এসেছে আমাদের দফতরে। জানতে চাওয়া হয়েছে, সত্যি সত্যি এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা। এ সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি বলে শুনেছি।

আমাদের দেশে এধরনের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার রেওয়াজ দীর্ঘদিন ছিল। সাধারণভাবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের তিন মাস পর এই ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হত। জরুরী ভিত্তিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হত। ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পরবর্তী সেশন ধরতে পারত।

কোন কোন সময় তিন মাসের পরিবর্তে এক বছর পর কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়া হত। পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরি হত। ফলে কোন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়মিত পরবর্তী সেশনে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারত না। অনেক আবেদন-নিবেদনের পরে এই রীতির পরিবর্তন হয়। পরবর্তীকালে তিন মাস পরে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেওয়ার রীতিই স্থায়ী হয়ে যায়।

এই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়েও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এক সময় সকল ছাত্রকে ঢাকায় এসে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিতে হত। পরবর্তীকালে অনেক দেন-দরবারের ফলে বিভিন্ন জেলাকেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর কি কারণে কোন প্রেক্ষিতে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা বন্ধ হয়েছে তা সঠিকভাবে জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা পুনরায় চালু হওয়া উচিত এবং তিন মাসের মধ্যেই এ পরীক্ষা নেয়া উচিত। এতে অসুবিধার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

আমার যুক্তি হচ্ছে (১) আমাদের গ্রামবাংলার অধিকাংশ ছেলের পরিবারে শিক্ষার পরিবেশ নেই। অধিকাংশ পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেয়ার ফি জোগাড় করা অনেক কঠিন। অথচ কোন কিছু একটা 'পাস' না থাকলে চাকরির জন্য কোথায়ও দাঁড়ানোই মুশকিল। (২) অনেকে বলেন, এধরনের ছাত্রদের পাস করানো হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়বে। উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে। আমার জবাব হচ্ছে, এসএসসি বা এইচএসসি পাস বেকার নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। আর উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সমস্যা আদৌ কোন সমস্যা বলে আমি মনে করি না। এব্যাপারে আমার ভিন্ন মন্তব্য আছে। আমরা শহর এলাকায় যারা থাকি তারা শহরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই শহরের স্কুল-কলেজের সংখ্যা গণনা করে সমস্যাটিকে বড় করে দেখাই। শহর এলাকার কিছু কিছু স্কুল-কলেজে ভর্তির ভিড় দেখে মনে করি যে সারা দেশে কোন স্কুল-কলেজে বুঝি আসন নেই। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ঢাকাসহ বহু জেলা শহরে অনেক স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তেমন নয়। গ্রামবাংলার স্কুল-কলেজে ছাত্র না থাকার সমস্যাটিই প্রকট। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি তেমন কোন সমস্যা নয়। সুতরাং অল্প কয়েক হাজার ছাত্র এসএসসি বা এইচএসসি পাস করলে ভর্তির সমস্যা দেখা দেবে, একথা আদৌ সত্য নয়। (৩) আমি মনে করি, এক বছরের পরিবর্তে তিনমাসের মধ্যেই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ যারা পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা নেবে না, তাদের পক্ষে নতুন করে ভর্তি হওয়ার প্রশ্ন নেই। আবার এক বছর শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করার সুযোগও অনেকের পরিবারে নেই। হয়ত জীবিকার জন্যই তাকে অন্যত্র ছুটতে হবে।

আবার যারা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হবে তারাও ভয়ে ভয়ে থাকবে একটি বছর। একটি বিষয়ে পড়তেই বছর যাবে। অপর বিষয়টিতে নজর দিতে পারবে না। আবার ফেল করুক, পাস করুক—একটি বছরের মাইনে তাকে গুণতে হবে। পরীক্ষায় ফেল করলে এই টাকাই তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আমার বিশ্বাস, সে ধরনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেই ইতিপূর্বে তিন মাসের মধ্যেই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবং এই পরীক্ষা তিন মাসের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তবে এ বছর নিয়ে কথা আছে নিঃসন্দেহে। এবার সিদ্ধান্ত নিতেই অনেক দিন কেটে যাচ্ছে। এবার তিন মাসের মধ্যে কারো পক্ষে পরীক্ষা দেয়া হয়ত সম্ভব হবে না। তাই এবারের জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে সে সিদ্ধান্তও জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা শুরু হয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক এ সুযোগ নেয়ার কথা ভাবছেন। সে প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। এমনি করে কোন সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না। পরীক্ষার ব্যাপারে তো নয়ই। আশা করি, বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

—অনিকেত